بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত উবায়দা বিন জাররাহ্ (রাঃ) এর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের ইসলামাবাদের মসজিদ মোবারক হতে প্রদত্ত ১৬ই অক্টোবর ২০২০-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ প্রথমে আমি যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাঁর নাম হযরত মুআওয়েয বিন হারেস (রা.)। হযরত মুআওয়েয (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত মুআওয়েয (রা.)-এর পিতার নাম ছিল হারেস বিন রিফাআ আর তাঁর মাতার নাম ছিল আফরা বিনতে উবায়েদ। হযরত মুআয এবং হযরত অউফ তাঁর ভাই ছিলেন। হযরত মুআওয়েয (রা.) তার দুই ভাই হযরত মুআয এবং হযরত অউফ (রা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন বলেন, কে দেখবে যে, আবু জাহলের অবস্থা কী হয়েছে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) যান এবং গিয়ে দেখেন, তাকে আফরার দুই পুত্র তরবারি দিয়ে এত আঘাত করেছে যে, সে মৃতপ্রায়। কিছু কিছু রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, আফরার দুই ছেলে মুআওয়েয (রা.) ও মুআয (রা.) মৃত্যুর দারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল কিন্তু পরে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) তার দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে হযরত মুআওয়েয যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, তাকে আবু মুসাফাহ শহীদ করেছিল।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)। হযরত উবাই আনসারীদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু মুয়াবিয়ার সদস্য ছিলেন। হযরত উবাই মধ্যমকায় ছিলেন, অর্থাৎ মধ্যমাকৃতির ছিলেন। হযরত উবাই বিন কা'ব সত্তর জন সঙ্গীসহ আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকেই লেখাপাড়া জানতেন আর ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ ওহী লেখার সৌভাগ্য তাঁর লাভ হয়। মহানবী (সা.) বলেন, হযরত উবাই বিন কা'ব আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্বারী।

হযরত মু সলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) সেই ৪জন ব্যক্তির ১জন ছিলেন যাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, এরা হলেন উম্মতের ক্বারী। অর্থাৎ কেউ যদি কুরআন শিখতে চায় তাহলে যেন এদের কাছে শিখে। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যেসব কাতেব তথা লিপিকারদের দিয়ে কুরআন শরীফ লেখাতেন তাদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, মহানবী (সা.) হযরত উবাই

(রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে সূ রা 'লাম ইয়াকুনিল্লাযিনা কাফারু মিন আহ্লিল কিতাবি' (অর্থাৎ সূরা বাইয়্যেনাহ্) পড়ে শোনাই। হযরত উবাই (রা.) জিজ্ঞেস করেন, (আল্লাহ্ তা'লা) কি আমার নাম নিয়েছেন? তিনি (সা.) বলেন, হঁ্যা। হযরত উবাই এ কথা শুনে কাঁদতে আরম্ভ করেন।

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, চার ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর যুগে পুরো কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। তাদের সবাই আনসারী ছিলেন– হযরত উবাই বিন কা'ব, হযরত মুআয বিন জাবাল, হযরত আবু যায়েদ এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেত। এটি বুখারীর হাদীস।

মহানবী (সা.) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে কিরাআতের সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন হযরত উবাই বিন কা'ব। মহানবী (সা.)-এর মদিনায় আগমনের পরহযরত উবাই বিন কা'বই মহানবী (সা.)-এর সর্বপ্রথম ওহী লেখক ছিলেন। হযরত উবাই পবিত্র কুরআনের এক একটি অক্ষর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনে মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)ও তার আগ্রহ দেখে তার শিক্ষা-দিক্ষার প্রতি প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। তার আগ্রহ দেখে কখনো কখনো মহানবী (সা.) স্বয়ং আরম্ভ করতেন এবং জিজ্ঞাসা না করতেই বলে দিতেন। একবার মহানবী (সা.) ফজরের নামায পড়ান। তাতে একটি আয়াত পাঠ করতে ভুলে যান। হযরত উবাই প্রথম দিকে নামাযে ছিলেন না, বরং মাঝখান থেকে যোগ দিয়েছিলেন। নামায শেষে মহানবী (সা.) মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করেন যে, কেউ কি আমার কিরাআতের প্রতি লক্ষ্য করেছিল? সবাই নিশ্চুপ থাকে। হযরত উবাই নামায পড়া শেষ করেন এবং বলেন যে, আপনি অমুক আয়াত পড়েন নি। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার কথা সঠিক, আপনি তিলাওয়াতের সময় অমুক আয়াত পড়েন নি, সেটি কি মনসুখ বা রহিত হয়ে গেছে, নাকি আপনি পড়তে ভুলে গিয়েছিলেন? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, না, বরং আমি তা পড়তে ভুলে গিয়েছিলাম।

হযরত উবাই বিন কাব বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বলেন, হে উবাই! আমাকে (ফিরিশতাদের মাধ্যমে) বার্তা পাঠানো হয়েছে, আমি যেন পবিত্র কুরআন এক-অভিন্নউচ্চারণরীতিতেপাঠ করি। আমি এর উত্তরে বলি, আমার উম্মতের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। অতঃপরতিনি আমাকে দ্বিতীয়বার এই উত্তর দেন যে, আমি যেন কুরআন দু'টি উচ্চারণরীতিতে পাঠ করি। আমি পুনরায় বলি, আমার উম্মতের জন্য সহজসাধ্য রে দিন। এরপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে উত্তর দেন যে, তুমি তা সাত উচ্চারণরীতিতে পাঠ কর। অতএব প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে একটি করে দোয়া করার অধিকার দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেই ফিরিশতা বা জিবরাঈল (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে প্রতিটি কিরাআতের পরিবর্তে দোয়া করার অধিকার প্রদান করেছেন, যা তুমি আমার কাছে চাইতে পার। মহানবী (সা.) বলেন, তখন আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্! আমার উম্মতকে তুমি ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্! আমার উম্মতকে তুমি ক্ষমা কর। আর তৃতীয় দোয়াটি আমি সেদিনের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছি যেদিন সমগ্র সৃষ্টি আমার পথপানে চেয়ে থাকবে, এমনকি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-ও।

হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) পবিত্র কুরআন পাঠে যে উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন তার ধারণা এ থেকে লাভ হতে পারে যে, স্বয়ং মহানবী (সা.) তার দ্বারা কুরআন খতম করাতেন। যেমন যে বছর মহানবী (সা.) মৃত্যু বরণ করেন সে বছর তিনি হযরত উবাই (রা.)-কে কুরআন পাঠ করে শুনান এবং বলেন, জিবরাঈল আমাকে বলেছিল যে, উবাইকে কুরআন শুনিয়ে দিন।

হযরত উবাই বিন কাব বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু মু নযের! তুমি কি জানো তোমাদের নিকট আল্লাহ্র যে কিতাব রয়েছে তাতে সবচেয়ে মহান আয়াত কোনটি? হযরত উবাই বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি (সা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে আবু মু নযের! তুমি কি জানো আল্লাহ্র কিতাব, যা

তোমাদের কাছে রয়েছে, তাতে সবচেয়ে মহান আয়াত কোনটি? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন।পুনরায় তিনি (সা.) একই প্রশ্ন করলে আমি নিবেদন করলাম, "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যু ল কাইয়্যুম"। এরপর মহানবী (সা.) আমার বুক চাপড়ে বলেন, খোদার কসম, হে আবু মুনযের! এ জ্ঞান তোমার জন্য আশিষময় হোক। অর্থাৎ, তিনি (সা.) বলেন, ঠিক বলেছ আর এই উত্তর তিনি পছন্দ করেছেন।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র যুগে হযরত উবাই হযরত তোফায়েল বিন আমরদোসিকে কুরআন পড়িয়েছিলেন। তিনি উপহারস্বরুপ তাকে একটি ধনুক প্রদান করেন। হযরত উবাই সেটিতে সজ্জিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, এটি কোথা থেকে এনেছ? হযরত উবাই বলেন, এটি এক শিষ্যের উপহার। তিনি (সা.) বলেন, এটি তাকে ফিরিয়ে দাও। ভবিষ্যতে এরূপ উপহার নেয়া থেকে বিরত থাকবে। অনুরূপভাবে একজন শিষ্য উপহার স্বরূপ কাপড় প্রদান করলে সেক্ষেত্রেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এজন্য পরবর্তীতে এসব বিষয় তিনি পুরোপুরি এড়িয়ে চলেন। অর্থাৎ কুরআন পড়ানোর বিনিময়ে কোন উপহার নেওয়া যাবে না।

হযরত উবাই (রা.) বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে পবিত্র কুরআনের বিন্যাশ ও সংকলনের কাজ শুরু হয়। এই কাজে সাহাবীদের যে জামাত নিযুক্ত করা হয় হযরত উবাই (রা.) তাদের আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি পবিত্র কুরআনের শব্দাবলী উচ্চারণ করতেন আর লোকেরা তা লিপিবদ্ধ করতো।

হযরত উমর তার খিলাফতকালে শত-শত কল্যাণকর বিষয়াদির সূচনা করেন, যার মধ্যে একটি হল মজলিসে শূরার প্রতিষ্ঠা। হযরত উমরের খিলাফতকালে ইসলাম ধর্মে মজলিসে শূরার প্রতিষ্ঠা হয়। এই মজলিস সুযোগ্য আনসার ও মুহাজিরদের সাহাবীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল, যাদের মধ্যে হযরত উবাই বিন কা'ব খাযরাজ গোত্রের পক্ষ থেকে সদস্য ছিলেন।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত উবাই সেসব বুযু র্গের অন্যতম ছিলেন, যারা মহানবী (সা.)-এর কাছে ব্যপকহারে হাদীস শুনেছিলেন । এজন্যই অনেক সাহাবীও তার হাদীসের দরসে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণেই তার শিষ্যকুলের মধ্যে অধিকাংশই হতেন সাহাবীরা; অর্থাৎ সাহাবীরাও তার কাছ থেকে হাদীস শুনতেন। হযরত উমর বিন খাত্তাব, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী, হযরত উবাদা বিন সামেত, হযরত আবু হুরায়রা, হযরত আবু মূসা আশআরী, হযরত আনাস বিন মালেক, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, হযরত সাহল বিন সা'দ, হযরত যুলমান বিন সারদ– এঁরা সবাই হযরত উবাইয়ের কাছ থেকে হাদীসশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করতেন।

হযরত কায়স বিন উবাদা সাহাবীদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আসেন। তিনি বর্ণনা করেন, "আমি হযরত উবাই বিন কা'বের চেয়ে সম্মানিত আর কাউকে দেখি নি।

হযরত উসমান বিন আফফান, পবিত্র কুরআন সংকলণের কাজে কুরায়শ এবং আনসারদের ১২জনকে মনোনিত করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.) তাদের স্কন্ধে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ অর্পন করেন এবং হযরত উবাই বিন কা'বকে এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি অর্থাৎ হযরত উবাই বিন কা'ব কুরআনের বাক্য বলতেন আর হযরত যায়েদ তা লিপিবদ্ধ করতেন। বর্তমানে কুরআনের যে নুসখা বিদ্যমান রয়েছে তা হযরত উবাই বিন কা'বের কেরাতের রীতি অনুসারেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

হযরত উবাই বিন কা'ব বর্ণনা করেন, আমি আট রাতে কুরআন করীম পড়ে শেষ করি। হযরত উবাই এর মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার আতিসয্য দেখুন, মহানবী (সা.) মসজিদে নববীর স্তম্ভগুলোর মধ্য থেকে খেজুরের একটি কান্ডের পাশে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করতেন,

পরবর্তীতে যখন মহানবী (সা.) এর জন্য মিম্বর বানানো হলো আর তিনি (সা.) এতে বসে খুতবা দেওয়া আরম্ভ করেন তখন এই স্তম্ভ থেকে চিৎকারের আওয়াজ আসল যা মসজিদে উপস্থিত সকলেই শুনেছে। মহানবী (সা.) এই স্তম্ভের কাছে আসলেন এবং এর উপর হাত রাখলেন তারপর এটিকে বুকের সাথে জড়ালেন এতে এই কান্ড সেই নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় কাঁদতে শুরু করল যাকে চেষ্টা করে শান্ত করা হয়; এক পর্যায়ে সেটি প্রশান্ত হয় এবং আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। পরবর্তীতে যখন মসজিদ ভাঙা হল এবং এতে কিছুটা পরিবর্তন আনা হলো তখন হযরত উবাই বিন কা'ব সেই খেজুরকান্ডটি নিয়ে নেন এবং তা তার কাছেই ছিল শুধু মাত্র একারণে যে, রসুল করীম (সা.) এতে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। তিনি এটি সাথে নিয়ে ঘরে আসেন এমনকি এটি পচতে আরম্ভ করে এবং উইপোকা তা খেয়ে ফেলে, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় কিন্তু তারপরও তিনি তা নিজের কাছে রাখেন ;এটিমহানবীর প্রতি ভালোবাসার কারণে।

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে ছয়জন কাজী ছিলেন, তাদের মধ্যে হযরত উবাই বিন কা'ব ও ছিলেন।

উবাই (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে আমি (কারো হারিয়ে যাওয়া)একশ' দীনার পেয়েছিলাম। হযরত উবাই (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন, বছরব্যাপী লোকদের বলতে থাক বা জানাতে থাক, ঘোষণা করতে থাক। বছরান্তে বলেন, টাকার পরিমান ও চিহ্ন ইত্যাদি স্মরণ রেখ এবং আরো এক বছর অপেক্ষা করো। কেউ যদি চিহ্ন অনুযায়ী দাবী করে তাহলে তাকে ফেরত দিও নতুবা এটি তোমার হয়ে যাবে। কোন হারানো বস্তু সম্পর্কে এক ব্যক্তি মসজিদে চিৎকার করছিল, ঘোষণা দিচ্ছিল যে, আমার অমুক জিনিষ হারিয়ে গেছে। এটি দেখে হযরত উবাই (রা.) রাগান্বিত হয়। তখন সেই ব্যক্তি বলে, মসজিদে আমি কোন অশ্লীল কথা তো বলিনি। তিনি বলেন, একথা ঠিক; কিন্তু মসজিদে কোন হারানো বস্তুর ঘোষণা করাও মসজিদের শিষ্টাচার বহির্ভূত। হযরত উবাই (রা.) এর মৃত্যু ত্রিশ হিজরীতে হয়েছিল। হযরত উবাই (রা.)'র সন্তানদের মধ্যে ছিলেন, তোফায়েল এবং মুহাম্মদ আর এই সন্তানদের মায়ের নাম ছিল, উম্মে তোফায়েল বিনতে তোফায়েল। তিনি দওস গোত্রের সদস্যা ছিলেন। হযরত উবাই (রা.)'র এক কন্যার নাম উম্মে আমর বর্ণিত হয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ
رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 16 October 2020

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B